দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৯ APR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

এবার বিএম কলেজেও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

● আহত ৫

॥ বরিশাল অফিস ॥

শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের রেশ কাটতে না কাটতেই বিএম কলেজে আসন ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গতকাল শনিবার ৫ জন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় ৮ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিএম কলেজের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি শুরু হওয়ার পর থেকে ছাত্রলীগ নেতারা কলেজ প্রশাসনের নিকট দেড় শতাধিক আসন দাবি করে আসছিল। এ নিয়ে কলেজ প্রশাসনের সাথে তাদের অঘোষিত একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত সপ্তাহে ছাত্রলীগ নেতারা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ থেকে শুরু করে একাধিক শিক্ষককে সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু ভর্তির জন্য ছাত্রনেতাদের কোন আসন না দেয়ায় তারা শিক্ষকদের উপর ক্ষুব্ধ হয়। অবশেষে ১৬ এপ্রিল হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ইংরেজি, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রায় শতাধিক আসন ছাত্রলীগ নেতাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে একাধিক শিক্ষক জানান, ছাত্রনেতাদের মন রক্ষার্থে ঐ আসন পূর্বেই খালি রাখা হয়। গতকাল শনিবার ছিল ছাত্রলীগ নেতাদের মাঝে ছেড়ে দেয়া শতাধিক শূন্য আসনের ভর্তি প্রক্রিয়া। কিন্তু ভর্তি শুরু হওয়ার পূর্বেই বিএম কলেজের অভ্যন্তরে অশ্বিনী কুমার শিশু নিকেতনের সামনে বসে কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক মঈন তুষার ও অপর যুগ্ম আহবায়ক রফিক সেরনিয়াবাতকে ক'টি আসন দেবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে কথা হয়। এক পর্যায়ে দলীয় প্রভাবশালী

(১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এবার বিএম কলেজেও

(২০ পৃঃ পর)

নেতা হিসেবে দুইজনই বেশী আসন দাবি করে। এ নিয়ে মঈন ও রফিকের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে ঐ দুইজনের মধ্যে হাতাহাতি হলে দুই গ্রুপের কর্মীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। এ সময় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে রফিক গ্রুপ অবস্থান নিলে মঈন গ্রুপ সেখানে গিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়। উভয় গ্রুপের হামলা-পাল্টা হামলায় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ভাংচুর হয়। এ ঘটনায় মঈন ও রফিক গ্রুপের ৫ কর্মী আহত হয়।

এরপর ঐ দুই গ্রুপ কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করে তাদের অনুসারীদের খবর দেয়। দুপুর ১টার দিকে রফিক সেরনিয়াবাত তার অনুসারীদের নিয়ে কলেজের ৩নং গেট দিয়ে এবং মঈন তুষার তার অনুসারীদের নিয়ে মসজিদ গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে ছুটে যান জেলা এবং মহানগর যুবলীগের নেতৃবৃন্দ। তারা দুই পক্ষকে শান্ত করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেন। পরে নেতৃবৃন্দ কলেজ অধ্যক্ষ ড. নন্দী গোপাল দাসের সাথে বৈঠক করে ক্যাম্পাসে শৃংখলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল বিকেলে রফিক সেরনিয়াবাত বাদী হয়ে মঈন তুষার, মোল্লা সুমনসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেছে।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আগৈলঝাড়ার বাকাল গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা বিপাই হাওলাদার (৮০) বার্ধক্যের কারণে গতকাল শনিবার সকালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। তিনি ২ ছেলে রেখে গেছেন। গতকাল দুপুরে সমাজসেবা কর্মকর্তা তাপস ফলিয়ার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।